কুরআনী কিছু তথ্য

নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে

মুফতী ইবরাহীম হাসান সাহেব দা. বা.
মাওলানা আব্দুল কাইয়ূম আল মাসঊদ মীযান দা. বা.
মুফতী মিযানুর রহমান কাসেমী সাহেব দা. বা.
মাওলানা রিযওয়ানুর রহমান সাহেব দা. বা.

সংকলনে

তাফসীর বিভাগ (১৪৩৯-৪০ হি. শিক্ষাবর্ষ)
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া
(আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট) মুহাম্মাদপুর ঢাকা

Install Islami Jindegi App

আল ইহদা

আমাদের প্রিয় আব্বা- আম্মা যারা নিজেদেরকে তিলে তিলে ক্ষয় করে আমাদেরকে লালন- পালন করেছেন এবং আসাতিযায়ে কেরাম যারা আমাদেরকে আদর - সোহাগ ও মায়াময় শাসনে মূর্খতার অন্ধকার থেকে আলোর পথ দেখিয়েছেন তাদের হায়াতে তায়্যিবা কামনায়।

ফারেগীন ছাত্রবৃন্দ
১৪৩৯-৪০ হি.

ভূমিকা

কুরআনুল কারীম আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত সর্বশেষ হেদায়াতগ্রন্থ। দেশ-কাল, ভাষা-জাতি, বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে কেয়ামত পর্যন্ত আগত সকলের জন্য চিরন্তন আসমানী শরীয়ত নামা। এ কিতাবের প্রতিটি বাণী সত্য, প্রতিটি শিক্ষা যথার্থ। গোমরাহী ও বিভ্রান্তির নিকষ কালো অন্ধকার থেকে মুক্তির উদ্দীপ্ত মশাল। কুরআন শুধুমাত্র তেলাওয়াত করে সওয়াব লাভ করা কিংবা রোগ নিরাময়ে তাবিজ বানিয়ে গলায় ঝুলিয়ে রাখা বা পানিতে দম করে পান করা অথবা বরকত লাভের আশায় সুন্দর গেলাফে ভরে ঘরে রাখার জন্য অবতীর্ণ হয়নি। বরং এটা সমগ্র মানব জাতির ইহকাল ও পরকালের উন্নতি, অগ্রগতি ও সফলতার একমাত্র চাবিকাঠি। এতে ব্যক্তিগঠন, পারিবারিক উন্নয়ন, সামাজিক অবক্ষয় দূরিভূতকরণ এবং উন্নত রাষ্ট্রগঠনসহ সকল বিষয়ের স্পষ্ট পথ-নির্দেশ বিদ্যমান। একজন মুসলিম হিসেবে প্রতিটি মানুষের কুরআন সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা থাকা আবশ্যক। তাই সকলকে কালামে পাকের স্নিগ্ধ পরশে ধন্য করতে এবং পবিত্র কুরআন সম্পর্কে নূন্যতম ধারণা দিতে আল্লাহর অপার অনুগ্রহে আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।

তবে আমাদের অযোগ্যতার কারণে ভুল থাকাটাই স্বাভাবিক। তাই বিদগ্ধ পাঠক মহলের নিকট আমাদের বিনীত অনুরোধ, যে আঙ্গিকেই হোক গ্রহন্থটিতে কোন ত্রুটি -বিচ্যুতি দৃষ্টিগোচর হলে আমাদেরকে অবহিত করে বাধিত করবেন। আমরা সুধরে নিতে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট থাকব। সবশেষে করুনার আধার মহামহিম আল্লাহর সমিপে দু'আ করছি, আল্লাহ যেন এ গ্রন্থের মাধ্যমে আমাদেরকে পরিপূর্ণভাবে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করেন – আমীন।

Install Islami Jindegi App

কুরআনের কিছু পরিভাষা:

মানযিল: সাহাবায়ে কেরাম ও তাবে'ঈদের নিয়ম ছিল, প্রতি সপ্তাহে একবার কুরআন মাজীদ খতম করা। এতদুদ্দেশ্যে তাঁরা প্রাত্যহিক তিলাওয়াতের একটি পরিমান নির্দিষ্ট করে ছিলেন। সেই পরিমানকে মানযিল বলা হয়।

পারা: বাচ্চাদের শিক্ষা দেয়া ও সহজে মাসে একবার কুরআন খতম করার সুবিধার্থে অর্থের প্রতি খেয়াল না রেখে কুরআন মাজীদকে সমান ত্রিশটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এই খন্ডিত অংশকে পারা বা জুয বলা হয়।

সূরা: ভূমিকা ও উপসংহার সম্বলিত বিষয়ভিত্তিক কুরআনে কারীমের নির্দিষ্ট পরিমানকে সূরা বলা হয়, যার সর্বনিম্ন পরিমান তিন আয়াত।

মাক্কী: হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মদীনায় হিজরতের পূর্বে যে সকল আয়াত/সূরা অবতীর্ণ হয়েছে তাকে মাক্কী বলা হয়।

মাদানী: হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মদীনায় হিজরতের পরে যে সকল আয়াত/সূরা অবতীর্ণ হয়েছে তাকে মাদানী বলা হয়।

রুকূ: কুরআনে কারীমের বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য রেখে এক রাকা'আতে পড়ার যোগ্য নির্ধারিত পরিমানকে রুকূ বলা হয়।

আয়াত: আল্লাহ তা'আলার এক বা একাধিক কথা, যার মাধ্যমে কোন বিষয়ের সংবাদ কিংবা বিধি-নিষেধ করেছেন।

এক নজরে আল কুরআন

মানযিল	৭
পারা	৩০
সূরা সংখ্য	১১৪
মাক্কী	৮৬
মাদানী	২৮
রুকু' সংখ্যা	৫৫৮
আয়াত সংখ্যা	৬২৩৬
শব্দ সংখ্যা	৭৭,৪৩৯
হরফ সংখ্যা	৩,২৩,০১৫

Install Islami Jindegi App

কুরআনের সূরা ভিত্তিক তথ্য।

কুরআনে বর্ণিত ধারাবাহিকতা	অবতীর্ণ হওয়ার ধারাবাহিকতা	সূরার নাম	মাক্কী/ মাদানী	রুকূ' সংখ্যা	আয়াতসংখ্যা	শব্দ সংখ্যা	হরফ সংখ্যা	অন্য নাম	বর্ণিত বিধান	ফযীলত
১	৫	ফাতেহা	মাক্কী	১	৭	২৫	১২০	সূরা সালাত, উম্মুল কুরআন, শেফা, হাম্‌দ, উম্মুল কিতাব, মাসানী, শাফিয়া,কাফিয়া ইত্যাদি।	দু'আর আদব, হিদায়াত কামনা করার নির্দেশ, ইসলামী মূল আক্বীদার বিবরণ।	নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু সাঈদ ইবনে মু'আল্লাকে বলেছেন, আমি তোমাকে এমন একটি সূরা শিখাব! যা কুরআনের শ্রেষ্ঠ সূরা। আর তা হলো সূরা ফাতিহা । (বুখারী- হাদীস নং-৫০০৬)
২	৮৭	বাক্বারা	মাদানী	৪০	২৮৬	৬১২১	২৫৫০০	যাহ্‌রাওয়াইন। ফুসতাতুল কুরআন।	ইসলামী আক্বীদা বিশ্বাস, নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, হজ্ব পালন করা, জিহাদ করা, ইয়াতিমের মাল না খাওয়া, অন্যায় ভাবে হত্যা না করা, কিসাস গ্রহন করা, তালাক, ইদ্দত, ইলা, দুগ্ধপোষ্যকে দুধ পান করানো, খোরপোষ এবং মিথ্যা কসম খাওয়ার বিধান। মদ, জুয়া, সুদ ও হায়েযা মহিলাদের সাথে মিলনের নিষেধাজ্ঞা। লেনদেনের নিয়মাবলী ও আমানত রক্ষা করার নির্দেশ।	হযরত আবু হুরায়রা (রা.), থেকে বর্ণিত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, তোমরা ঘরকে কবর বানিয়ো না। নিশ্চই ঐ ঘর হতে শয়তান পালায়ন করে, যে ঘরে সূরা বাক্বারা তেলাওয়াত করা হয়। (মুসলিম ১/৫৩৯ হা.৭৮০)
৩	৮৯	আলে 'ইম্‌রান	মাদানী	২০	২০০	৩৪৮০	১৪৫২৫	যাহ্‌রাওয়াইন	তাওহীদ, আখেরাত রেসালাত সংক্রান্ত আক্বীদা, জিহাদ, হজ্ব পালন করা, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করার আদেশ ও সুদের নিষেধাজ্ঞা।	হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমরা যাহ্‌রাওয়াইন তথা সূরা বাক্বারা ও আলে ইমরান তেলাওয়াত করো, কেননা তা ক্বিয়ামতের দিন মেঘের ন্যায় ছায়াদানকারী হয়ে আগমন করবে । (মুস্‌নাদে বায্‌যার ১৫/১৭৮ হা.১৫৪৭)
৪	৯২	নিসা	মাদানী	২৪	১৭৬	৩৯৪৫	১৬০৩০		পারিবারিক আচার- আচরণ, সামাজিক আচার ব্যবহার, ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা, স্বামীর উপর বিবির অধিকার, পৈতৃক সম্পত্তি বন্টন, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে দ্বন্দ নিরসনের পদ্ধতি, মুসলিম পরস্পরের মাঝে সহানুভূতি সৌহার্দ্যের মুল নীতি, রাষ্ট্র পরিচালনা ও সমর নীতির বিধান, এবং তৃত্তবাদ বিশ্বাসীদের খন্ডন।	হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) বলেন, এ সূরায় এমন পাঁচটি আয়াত রয়েছে, যার বিপরীতে দুনিয়া এবং তার মাঝে যা আছে তা হওয়া আমাকে আনন্দ দেয় না। (মুস্‌তাদ্‌রাকে হাকেম ২/৩৩৪ হা.৩১৯৪। সহীহ্)
৫	১১২	মায়েদা	মাদানী	১৬	১২০	২৮০৪	১১৭৩৩	সূরা উক্‌দ, মুন্‌কিযা।	চুক্তি পূরণ, বিবাহ, অসীয়ত, লিখিত ভাবে লেনদেন, জবাইকৃত ও শিকারী প্রানী, উজু, তায়াম্মুমের বিধান। মদ ও জুয়ার নিষেধাজ্ঞা,	হযরত জুবায়ের ইবনে নুফায়ের (রহ.) বলেন, আমি আম্মাজান আয়েশা (রা.) এর নিকট গমন করলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি সূরা

Install Islami Jindegi App

									ধর্মত্যাগ, চুরি-ডাকাতির শাস্তি, কসমের কাফ্ফারার বিধান, দেবতার নামে উৎসর্গ করার নিষেধাজ্ঞা,এবং মুশরিক নাসারা ও ইয়াহুদীদের বিরুদ্ধাচারণ করার নির্দেশ।	মায়েদা তেলাওয়াত করো? আমি বললাম হা, তিনি বললেন, এটা সর্বশেষ অবতীর্ণ সূরা, এর মাঝে যা হালাল পাবে, তাকে হালাল মনে কর । আর যা হারাম পাবে, তা হারাম মনে কর। (মুস্নাদে আহ্মাদ ৪২/৩৫৩ হা.২৫৫৪৭ সহীহ্)
৬	৫৫	আন্'আম	মাক্কী	২০	১৬৫	৩০৫২	১২৪২২		আল্লাহ তা'আলার কুদরত ও নিয়ামত, তাওহীদ, আখেরাত, রেসালাত, হাশর-নাশর, জান্নাত-জাহান্নাম যাবতীয় বিষয়ের ইসলামী মূল আক্বীদা বিশ্বাস সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও নাস্তিকদের বিশ্বাস খন্ডন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা ও শয়তানের অনুসরণ না করার নির্দেশ।	হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, যখন সূরা আন'আম অবতীর্ণ হয় তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাসবীহ পাঠ করছিলেন, তারপর বললেন: এ সূরার সাথে দিগন্ত জুড়ে ফেরেশতাদের একটি দল অবতীর্ণ হয়েছে। (মুস্তাদ্রাকে হাকেম ২/৩৪৪ হা.৩২২৬ মুসলিমের শর্ত অনুয়ায়ী)
৭	৩৯	আ'রাফ	মাক্কী	২৪	২০৬	৩৩২৫	১৪৩১০		" "	হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাগরিবের নামাযে সূরা আ'রাফ তেলাওয়াত করেছেন এবং দু' রাকা'আতে ভাগ করে পড়েছেন। (সুনানে কুব্রা লিল্বায়হাকী ২/৫৪৯ হা.৪০৩৭)
৮	৮৮	আন্ফাল	মাদানী	১০	৭৫	১২৩১	৫২৯৪		গনীমতের মাল বন্টন, সমর নীতি, যুদ্ধ হতে পলায়ন ও নিজেদের ভেদ শত্রুকে অবহিত করার নিষেধাজ্ঞা, হিজরত করা, যুদ্ধের শক্তি সঞ্চয় করা, যুদ্ধের উপর চুক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া এবং পরস্পরে ঐক্যবদ্ধ থাকার নির্দেশ।	আব্দুর রহমান ইবনে ইয়াযিদ বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) আমাদের ইশার নামাযের ইমামতি করেন এবং সূরা আন্ফালের চল্লিশ আয়াত তেলাওয়াত করেন। (শু'আবুল্ ঈমান ৩/৪৫৯ হা.১৯৫৩)
৯	১১৩	তাওবাহ্	মাদানী	১৬	১২৯	২৪৯৭	১০৮৮৭	সূরা বারাআত, মুক্বাশ্কিশা, মুবা'সিরাহ, মুনাক্কিলা, মুশার্রিদাহ্ ইত্যাদি।	কাফেরদের সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গের ঘোষণা, মসজিদে-হারামে তাদের প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা, মুসলিম হওয়া বা বশ্যতা স্বীকার করা পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাকা, কিছু লোক ইলম অন্বেষনে থাকা কিছু জিহাদে বের হওয়া ইত্যাদি।	
১০	৫১	ইউনুস	মাক্কী	১১	১০৯	১৮৩২	৭৫৬৭		আল্লাহ তা'আলার কুদরত ও নিয়ামত, তাওহীদ, আখেরাত, রেসালাত, হাশর-নাশর, জান্নাত-জাহান্নাম যাবতীয় বিষয়ের ইসলামী মূল আক্বীদা বিশ্বাস সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও নাস্তিকদের বিশ্বাস খন্ডন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা ও শয়তানের অনুসরণ না করার নির্দেশ।	
১১	৫২	হূদ	মাক্কী	১০	১২৩	১৯১৫	৭৫৭৭		" "	হযরত কা'আব থেকে বর্ণিত নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা জুমু'আর দিন সূরা হুদ পড়। (সুনানে দারেমী ৪/২১৪২ হা.৩৪৪৭)

Install Islami Jindegi App

১২	৫৩	ইউসুফ	মাক্কী	১২	১১১	১০৭৬	৭০৪৩		” ”	হযরত আমের ইবনে রাবিয়া‘ বলেন, আমি সূরা ইউসুফ ও সূরা হজ্ব হযরত উমর (রা.) এর তেলাওয়াত থেকে মুখস্ত করেছি। তিনি ফজরের নামাজে এ সূরাদ্বয় তেলাওয়াত করতেন। (মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক-৩/১১৪ হা.২৭১৫)
১৩	৯৬	রা'দ	মাদানী	৬	৪৩	৮৫৫	৩৫০৬		” ”	জাবের ইবনে যায়েদ থেকে বর্ণিত যে, তিনি মায়্যিতের পাশে সূরা রা‘দ তেলাওয়াত করতেন। (মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ ২/৪৪৫ হা.১০৮৫৩)
১৪	৭২	ইবরাহীম	মাক্কী	৭	৫২	৮৩১	৩৪৩৪		” ”	
১৫	৫৪	হিজ্‌র	মাক্কী	৬	৯৯	৬৫৪	২৭৭১		” ”	
১৬	৭০	নাহ্‌ল	মাক্কী	১৬	১২৮	১৮৪১	৭৭০৭		” ”	
১৭	৫০	বনী ইস্‌রাঈল	মাক্কী	১২	১১১	১৫৩৩	৬৪৬০		সামাজিক ও পারিবারিক বিধান, মুশরিকদের প্রতিরোধ, নামায কায়েম করা, তাহাজ্জুদ পড়া, ও মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের নির্দেশ।	হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক রাতে সূরা বনী ইসরাঈল এবং সূরা যুমার তেলাওয়াত করতেন। (শু‘আবুল্ ঈমান ২/১০০ হা.২২৪২)
১৮	৬৯	কাহ্‌ফ	মাক্কী	১২	১১০	১৫৭৭	৬৩৬০		তাওহীদ, আখেরাত, রেসালাত , হাশর-নাশর, জান্নাত-জাহান্নাম যাবতীয় বিষয়ের ইসলামী মূল আক্বীদা বিশ্বাস সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও নাস্তিকদের বিশ্বাস খন্ডন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা ও শয়তানের অনুসরণ না করার নির্দেশ।	হযরত আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি সূরা কাহ্‌ফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্ত করবে সে দাজ্জাল থেকে নিরাপদ থাকবে। (মুসলিম ১/৫৫৫ হা. ৮০৯)
১৯	৪৪	মার্‌ইয়াম	মাক্কী	৬	৯৮	৯৬২	৩৮০২		হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বিশুদ্ধ আক্বীদা এবং খৃষ্টবাদের খন্ডন।	হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত,সূরা বনী ইসরাঈল, কাহ্‌ফ, মার্‌ইয়াম, ত্বহা, আম্বিয়া ইসলামের প্রথম যুগের সূরা। (বুখারী - হা.৪৭৩৯)
২০	৪৫	ত্বহা	মাক্কী	৮	১৩৫	১৩৪১	৫২৪২		” ”	” ”
২১	৭৩	আম্বিয়া	মাক্কী	৭	১১২	১১৬৮	৪৮৯০		” ”	” ”
২২	১০৩	হজ্ব	মাদানী	১০	৭৮	১২৯১	৫১৭৫		হজ্ব পালন করা, আল্লাহর নিদর্শনাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন, কুরবানী ও হারামে জবাইকৃত পশু, জিহাদ করা, নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, সর্বাবস্থায় দ্বীন ও কুরআনকে আকড়ে ধরা এবং রাসূলের আনুগত্য করার নির্দেশ।	হযরত আমের ইবনে রাবিয়া‘ বলেন, আমি সূরা ইউসুফ ও সূরা হজ্ব হযরত উমর (রা.) এর তেলাওয়াত থেকে মুখস্ত করেছি। তিনি ফজরের নামাজে এ সূরাদ্বয় তেলাওয়াত করতেন। (মুসান্নাফে আব্দুর রায্‌যাক -৩/১১৪ হা.২৭১৫)
২৩	৭৪	মু'মিনূন	মাক্কী	৬	১১৮	১৮৪০	৪৮০২		তাওহীদ, আখেরাত, রেসালাত, হাশর-নাশর, জান্নাত-জাহান্নাম যাবতীয় বিষয়ের ইসলামী মূল	হযরত উমর (রা.) থেকে বর্ণিত এ সূরা অবতীর্ণ হলে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

Install Islami Jindegi App

									আক্বীদা বিশ্বাস সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও নাস্তিকদের বিশ্বাস খন্ডন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা ও শয়তানের অনুসরণ না করার নির্দেশ।	আমার উপর দশটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, যে উহা কায়েম করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (তিরমিযী ৫/৩২৬ হা.৩১৭৩)
২৪	১০২	নূর	মাদানী	৯	৬৪	১৩১৬	৫৬৮০		ব্যভিচারের শাস্তি, সতী-সাধ্বী নারীকে অপবাদ দেওয়ার শাস্তি, লি'আনের বিধান, অপরাধকে গোপন রাখা, ঘরে প্রবেশের জন্য অনুমতি নেওয়া, চক্ষু অবনত রাখা, লজ্জাস্থান হেফাজত করা, নারীদের গায়রে মাহরামের সামনে সৌন্দর্য প্রকাশ না করা, অবিবাহিতদের বিবাহের ব্যবস্থা করা, বিশেষ তিন মুহূর্তে বাচ্চা ও খাদেমগনের অনুমতি ব্যতিত প্রবেশের ইযাযত, অপারগদের জিহাদে না যাওয়ার অনুমতি, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের অনুমতি ব্যতিরেখে খাওয়ার ইযাযত ইত্যাদি বিধান।	মুজাহিদ (রহ.) থেকে বর্ণিত যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের পুরুষদেরকে সূরা মায়েদা ও নারীদেরকে সূরা নূর শিক্ষা দাও। হারেছ ইবনে মুযার্‌রিব বলেন, হযরত উমর (রা.) আমাদের নিকট লিখে পাঠিয়েছেন যে, তোমরা সূরা নিসা, আহ্‌যাব এবং সূরা নূর শিক্ষা করো। (শু'আবুল্ ঈমান ৪/৭৭ হা.২২০৫)
২৫	৪২	ফুর্‌ক্বান	মাক্কী	৬	৭৭	৮৯২	৩৭৮৩		তাওহীদ, আখেরাত, রেসালাত, হাশর-নাশর, জান্নাত-জাহান্নাম যাবতীয় বিষয়ের ইসলামী মূল আক্বীদা বিশ্বাস সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও নাস্তিকদের বিশ্বাস খন্ডন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা ও শয়তানের অনুসরণ না করার নির্দেশ।	
২৬	৪৭	শু'আরা	মাক্কী	১১	২২৭	১২৯৭	৫৫৪২		" "	
২৭	৪৮	নাম্‌ল	মাক্কী	৭	৯৩	১১৪৯	৪৭৯০		" "	
২৮	৪৯	ক্বাছাছ	মাক্কী	৯	৮৮	১৪৪১	৫৮০০		" "	
২৯	৮৫	আন্‌কাবূত	মাক্কী	৭	৬৯	৯৮০	৪১৯৫		" "	
৩০	৮৪	রূম	মাক্কী	৬	৬০	৮১৯	৩৫৩৪		" "	
৩১	৫৭	লুক্বমান	মাক্কী	৪	৩৪	৫৪৮	২১১০		" "	হযরত বারা ইবনে 'আযেব রা. বলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যোহরের নামাযে সূরা লুকমান ও সূরা যারিয়াত তেলাওয়াত করতেন। (সুনানে ইবনে মাজাহ ১/২৭১ হা.৮৩০)
৩২	৭৫	সাজ্‌দাহ্	মাক্কী	৩	৩০	৩৮০	১৫১৮		" "	হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরা সিজ্‌দাহ্ তেলাওয়াত না করে ঘুমাতেন না। (তিরমিযী ৫/১৬৫ হা.২৮৯২)
৩৩	৯০	আহ্‌যাব	মাদানী	৯	৭৩	১২৮০	৫৭৯৬	সূরা ফাযিহা।	তালাক, যিহার, পালক পুত্রের বিধান, মিরাস, মাহরামদের বর্ণনা, পর্দার বিধান সহ সামাজিক ও পারিবারিক রীতিনীতি এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করার নির্দেশ।	

Install Islami Jindegi App

৩৪	৫৮	সাবা	মাক্কী	৬	৫৪	৮৮৩	৩৫১২		তাওহীদ, আখেরাত, রেসালাত, হাশর-নাশর, জান্নাত-জাহান্নাম যাবতীয় বিষয়ের ইসলামী মূল আক্বীদা বিশ্বাস সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও নাস্তিকদের বিশ্বাস খন্ডন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা ও শয়তানের অনুসরণ না করার নির্দেশ।	
৩৫	৪৩	ফা-ত্বির	মাক্কী	৫	৪৫	৭৭৭	৩১৩০	মালা-ইকা	” ”	
৩৬	৪১	ইয়াসীন	মাক্কী	৫	৮৩	৭২৭	৩০২০		” ”	হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক জিনিসের কলব রয়েছে আর কুরআনের কলব হলো সূরা ইয়াসীন। যে ব্যক্তি তা পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তার আমল নামায় দশ বার কুরআন তেলাওয়াত করার সওয়াব লিখে দিবেন। (তিরমিযী ৫/১৬২ হা.২৮৮৭)
৩৭	৫৬	ছা-ফ্ফাত	মাক্কী	৫	১৮২	৮৬০	৩৮২৬		” ”	হযরত ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে সংক্ষিপ্ত কেরাআত পড়ার আদেশ দিতেন। আর তিনি আমাদের সূরা ছফ্ফাত দিয়ে নামায পড়াতেন। (মুস্নাদে আহ্মাদ ৮/৪১৫ হা.৪৭৯৬)
৩৮	৩৮	ছোয়াদ	মাক্কী	৫	৮৮	৭৩২	৩০৬৯		” ”	
৩৯	৫৯	যুমার	মাক্কী	৮	৭৫	১১৭২	৪৭০৮		” ”	হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক রাতে সূরা বনী ইসরাঈল এবং সূরা যুমার তেলাওয়াত করতেন। (শু'আবুল্ ঈমান ২/১০০ হা.২২৪২)
৪০	৬০	মু'মিন	মাক্কী	৯	৮৫	১১৯৯	৪৯৬০	গাফির	” ”	হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আয়াতুল কুরসী এবং সূরা মু'মিন তেলাওয়াত করবে তাকে ঐ দিনে সকল অনিষ্ট থেকে হেফাযত করা হবে। (মুস্নাদে বায্যার ১০/১৯০ হা.৮৫৭৩)
৪১	৬১	হা-মীম্ সাজ্দাহ্	মাক্কী	৬	৫৪	৭৭৬	৩৩৫০	সূরা ফুছছিলাত	” ”	হযরত ইবনে মাসঊদ রা. বলেন, হা-মীম্ বিশিষ্ট সূরাগুলি কুরআনের মুখবন্ধ। (মুস্তাদ্রাকে হাকেম ২/৪৭৪ হা.৩৬৩৪)
৪২	৬২	শুরা	মাক্কী	৫	৫৩	৮৬৬	৩৫৮৮		” ”	
৪৩	৬৩	যুখ্রুফ	মাক্কী	৭	৮৯	৮৩৩	৩৪০০		” ”	
৪৪	৬৪	দুখান	মাক্কী	৩	৫৯	৩৪৬	১৪৩১		” ”	হযরত আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছেন যে, যে ব্যক্তি জুমু'আর রাত্রে সূরা দুখান

Install Islami Jindegi App

										তেলাওয়াত করবে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মান করবেন। (মু'জামুল কাবীর লিত তবরানী ৮/২৬৪ হা.৮০২৬)
৪৫	৬৫	জা-ছিয়াহ্	মাক্কী	৪	৩৭	৪৮৮	২১৯১		” ”	
৪৬	৬৬	আহ্ক্বাফ	মাক্কী	৪	৩৫	৬৪৪	২৬০০		” ”	
৪৭	৯৫	মুহাম্মাদ	মাদানী	৪	৩৮	৫৩৯	২৩৪৯	ক্বিতাল	জিহাদ, যুদ্ধবন্দি ও মালে গনিমতের বিধান।	ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাগরিবের নামাযে সূরা মুহাম্মাদ তেলাওয়াত করতেন। (মু'জামুল্ আউসাত)
৪৮	১১১	ফাত্হ	মাদানী	৪	২৯	৫৩০	২৪৩৮			হযরত উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, সূরা ফাতাহ্ অবতীর্ণ হওয়ার পর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: গত রাতে আমার উপর এমন একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে, যা আমার নিকট দুনিয়া ও তার মাঝে যা আছে তা থেকে উত্তম। (সুনানে কুব্রা ২/২৬০হা.১১৪৩৫)
৪৯	১০৬	হুজুরাত	মাদানী	২	১৮	৩৪৩	১৪৭৬	সূরা আখলাক ওয়াল আদাব।	নবীজীকে নাম ধরে ও উচ্চ স্বরে ডাকার নিষেধাজ্ঞা, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা, কোন ফাসেকের সংবাদের উপর ভরসা না রাখা, একে ওপরকে ব্যঙ্গ করে না ডাকা, পরস্পরে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন বজায় রাখা, অন্যের প্রতি মন্দ ধারণা না করা, পরনিন্দা না করা ও অন্যের দোষ অন্বেষন না করার নির্দেশ।	
৫০	৩৪	ক্বাফ	মাক্কী	৩	৪৫	৩৭৫	১৪৭৪		তাওহীদ, আখেরাত, রেসালাত, হাশর-নাশর, জান্নাত-জাহান্নাম যাবতীয় বিষয়ের ইসলামী মূল আক্বীদা বিশ্বাস সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও নাস্তিকদের বিশ্বাস খন্ডন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা ও শয়তানের অনুসরণ না করার নির্দেশ।	হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের নামাযে সূরা ক্বাফ তেলাওয়াত করতেন। (মুসলিম ১/৩৩৭ হা.৪৫৮)
৫১	৬৭	যা-রিয়াত	মাক্কী	৩	৬০	৩৬০	১২৮৭		” ”	হযরত বারা ইবনে 'আযেব রা. বলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যোহরের নামাযে সূরা লুক্বমান ও সূরা যা-রিয়াত তেলাওয়াত করতেন। (সুনানে ইব্নে মাজাহ ১/২৭১ হা.৮৩০)
৫২	৭৬	তূর	মাক্কী	২	৪৯	৩১২	১০০০		” ”	হযরত উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ঘরের কোণে নামাযে সূরা তূর তেলাওয়াত করতে শুনেছেন। (বুখারী ২/১৫৫ হা.১৬৩৩)
৫৩	২৩	নাজ্ম	মাক্কী	৩	৬২	৩৬০	১৪৫০		” ”	

Install Islami Jindegi App

৫৪	৩৭	ক্বমার	মাক্কী	৩	৫৫	৩৪২	১৪২৩		” ”	হযরত উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ‘ঈদুল আযহা ও ‘ঈদুল ফিত্‌রে সূরা ক্বাফ ও সূরা ক্বমার তেলাওয়াত করতেন। (তিরমিযী ১/৬৬৯ হা.৫৩৪)
৫৫	৯৭	আর রাহমান	মাদানী	৩	৭৮	৩৫১	১৬৩৬		” ”	
৫৬	৪৬	ওয়াক্বি‘আহ্	মাক্কী	৩	৯৬	৩৭৮	১৭০৩		ক্বিয়ামত দিবসের বর্ণনা, কাফের মুশরিক ও নাস্তিকদের ভ্রান্ত মতবাদের খন্ডন।	হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি প্রতি রাতে সূরা ওয়াকি‘আহ তেলাওয়াত করবে তাকে কখনো দারিদ্রতা স্পর্শ করবে না। (শু‘আবুল্ ঈমান ৪/১১৯ হা.২২৬৯)
৫৭	৯৪	হাদীদ	মাদানী	৪	২৯	৫৪৪	২৪৭৬		ইসলামী আক্বীদা, জিহাদ, আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা, দুনিয়ার ধোঁকা হতে বেঁচে থাকা, এবং ইসলামের মূলনীতির আলোচনা।	হযরত ইরবায ইবনে সারিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুমানোর পূর্বে মুসাব্বিহাতের সূরা সমূহ তেলাওয়াত করতেন। এর মধ্যে একটি আয়াত রয়েছে যা এক হাজার আয়াত থেকে উত্তম। তা হল هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ○ (মুস্‌নাদে আহ্‌মদ - ২৮/৩৯২ হা.১৭১৬৫)
৫৮	১০৫	মুজাদালাহ্	মাদানী	৩	২২	৪৭৩	১৭৯২		যিহার ও তার কাফ্‌ফারা, কানে কানে কথা বলার আদব, মজলিসের আদব, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে কথা বলার পূর্বে ছদকা করা, নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, রাসূলের আনুগত্য করা, মুনাফিক ও মুশরিকদের থেকে দূরে থাকা, আল্লাহর আদেশ পালনার্থে নিকট আত্নীয়দেরও পরোয়া না করার নির্দেশ।	

Install Islami Jindegi App

৫৯	১০১	হাশ্‌র	মাদানী	৩	২৪	৪৪৫	১৯১৩		ইয়াহুদীদের দেশান্তর করা ও তাদের মুলোৎপাটন করা, গনীমতের সম্পদের বিধান, কাফেরদের সাথে অন্তরঙ্গতা না রাখা, মুনাফিকী স্বভাব পরিহার করা এবং কিয়ামতের জন্য প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ।	হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি সকাল বেলায় তিন বার اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم পড়বে তারপর সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা সত্তর হাজার ফেরেশতা সন্ধ্যা পর্যন্ত তার মাগফিরাতের দু'আর জন্য নিযুক্ত করেন । যদি সে ঐদিনে মৃত্য বরণ করে তাহলে সে শহীদের মর্যাদা লাভ করবে। এমনিভাবে যদি সন্ধ্যায় আমল করে, তাহলে সকাল পর্যন্ত তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা নিযুক্ত করেন। (মুস্‌নাদে আহ্‌মদ ৩৩/৪২১ হা.২০৩০৬)
৬০	৯১	মুমতাহিনাহ	মাদানী	২	১৩	৩৪৮	১৫১০		কাফের মুশরিকদের সাথে অন্তরঙ্গতা না রাখা, মুশরিকদের মাঝে যারা ইসলামের ক্ষতি সাধন না করে তাদের সাথে আচরণের পদ্ধতি, ইবরাহীম আলাইহিস সালামের অনুসরণ করা, কাফের মুশরিকদের ক্ষেত্রে সমরনীতি, হিজরতের সময় মুমিন নারীদের পরিক্ষা করা ও তাদেরকে কাফেরদের হাতে সোপর্দ না করা, তাদের থেকে বিশেষ বায়'আত গ্রহন করা এবং মুশরিকদের বিরোধিতা করার নির্দেশ।	
৬১	১০৯	ছফ্‌	মাদানী	২	১৪	২২১	৯২৬		খৃষ্টবাদের খন্ডন, ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের বিরোধিতা করা, শত্রুর সাথে জান-মালের মাধ্যমে জিহাদ করা ও দ্বীনের সাহায্য করার নির্দেশ।	হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) থেকে বর্ণিত, আমরা আলোচনা করছিলাম যে আমাদের মধ্যে কে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট গমন করে জিজ্ঞাসা করবে যে, আল্লাহর নিকট কোন আমল সবচেয়ে প্রিয়?! কিন্তু আমাদের মধ্য হতে কেউ গেল না । তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট লোক পাঠালেন, আমরা তাঁর নিকট একত্রিত হলাম, তিনি আমাদেরকে এ সূরা পাঠ করে শুনালেন। (মুস্‌নাদে আহ্‌মাদ ৩৯/২০৫ হা.২৩৭৮৮)
৬২	১১০	জুমু'আহ	মাদানী	২	১১	১৮০	৭৪০		দাওয়াত, তা'লীম, তাযকিয়ার গুরু-দায়িত্ব আঞ্জাম দেওয়া, কিতাবের ইলম অনুসারে আমল করা, জুমু'আর নামায আদায় করা ও আজানের পর বেঁচা-কেনা সহ সকল দুনিয়াবী কাজ কর্ম পরিহার করার নির্দেশ।	হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমু'আর নামাযে সূরা জুমু'আ ও সূরা মুনাফিকূন তেলাওয়াত করতেন। (মুসলিম ২/৫৯৯ হা.৮৭৯)

Install Islami Jindegi App

৬৩	১০৪	মুনাফিকুন	মাদানী	২	১১	১৮০	৭৭৬		মুনাফিকি স্বভাব পরিহার করা, মিথ্যা কসম না খাওয়া ও আল্লাহর রাস্তায় মাল খরচ করার নির্দেশ।	” ”
৬৪	১০৮	তাগাবুন	মাদানী	২	১৮	২৪১	১০৭০		আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা, আল্লাহর রাস্তায় মাল খরচ করার নির্দেশ।	
৬৫	৯৯	ত্বালাক	মাদানী	২	১২	২৪৯	১০৬০	সূরা নিসায়ে সুগরা।	তালাক, ইদ্দত, খোরপোষের বিধান ও সর্ব-ক্ষন খোদাভীতির নির্দেশ।	
৬৬	১০৭	তাহ্‌রীম	মাদানী	২	১২	২৪৭	১১৬০		কোন হালাল বস্তুকে হারাম না করা, নবী পত্নিগনকে রাসূলে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভেদ প্রকাশ না করা, সৎকর্মশীল হওয়া, খাঁটি ভাবে তওবা করা এবং পরিবারবর্গকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর চিন্তা করার নির্দেশ।	
৬৭	৭৭	মুল্‌ক	মাক্কী	২	৩০	৩৩৫	১৩১৩	সূরা তাবারাক, ওয়াক্বি'য়াহ, মুনযিয়াহ, মুজাদালাহ।	আমল সুন্দর করার আদেশ, তাওহীদ, রেসালাত ও আখেরাতের আক্বীদার বর্ণনা।	নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কুরআনে ত্রিশ আয়াত বিশিষ্ট একটি সূরা রয়েছে, যা ক্বিয়ামতের দিন তার তেলাওয়াত কারীকে আল্লাহর নিকট সুপারিশ করে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবে, আর তা হল সূরা মূল্‌ক। (আস্‌সুনানুল্‌ কুব্‌রা লিন্নাসাঈ ৯/২৬২ হা.১০৪৭৮)
৬৮	২	ক্বলাম	মাক্কী	২	৫২	৩০০	১২৫৬	সূরা নূন।	ইসলামী আক্বীদার মূলনীতির বর্ণনা,উত্তম চরিত্র গঠনের আহবান.	
৬৯	৭৮	হা-ক্বক্বাহ	মাক্কী	২	৫২	২৫৬	১০৮৪		” ”	
৭০	৭৯	মা'আরিজ	মাক্কী	২	৪৪	২১৬	৮৬১	সূরা মাওয়াকে, সূরা সাআল ।	” ”	
৭১	৭১	নূহ	মাক্কী	২	২৮	২২৪	৯২৯		” ”	
৭২	৪০	জীন	মাক্কী	২	২৮	২৮৫	৭৫৯		” ”	
৭৩	৩	মুয্‌যাম্‌মিল	মাক্কী	২	২০	১৯০	৮৩৮		দাওয়াতের কাজ আঞ্জাম দেওয়া, তাহাজ্জুদের ইহতিমাম, ধৈর্য ধারণ, সহীহ শুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াত, গুরুত্বসহকারে নামায কায়েম করা,যাকাত আদায় করা এবং বেশি বেশি ইস্তিগফারের নির্দেশ।	
৭৪	৪	মুদ্দাছ্‌ছির	মাক্কী	২	৫৬	২৫৫	১০১০		কাফেরদের ভিত্তিহীন মতবাদের খন্ডন, দাওয়াতের নির্দেশ।	
৭৫	৩১	ক্বিয়ামাহ	মাক্কী	২	৪০	১৯৯	৬৫২		” ”	
৭৬	৯৮									হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবীজী

Install Islami Jindegi App

		দাহ্‌র	মাদানী	২	৩১	২৪২	১০৫৪	ইন্‌সান	” ”	সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমু'আর দিন ফজরের নামাযে সূরা আলিফ লাম্‌-মীম্‌ সাজ্‌দাহ ও সূরা দাহার তেলাওয়াত করতেন। (বুখারী২/৪০ হা.১০৬৮)
৭৭	৩৩	মুর্‌সালাত	মাক্কী	২	৫০	১৮১	৮১৬		” ”	ইবনে আব্বাস (রা.)থেকে বর্ণিত যে, তাঁর মাতা উম্মে ফযল তাঁকে তেলাওয়াত করতে শুনে বললেন, হে বৎস! তোমার এ তেলাওয়াত আমাকে রাসূলের তেলাওয়াত স্বরণ করিয়ে দিয়েছে ,যা আমি তাঁর থেকে র্সবশেষ শ্রবন করেছি নামাযে। তিনি মাগরিবের নামাযে এ সূরা পাঠ করতেন। (আস্‌সুনানুল্‌ কুব্‌রা লিন্নাসাঈ ১০/৩২২ হা.১১৫৭৭)
৭৮	৮০	নাবা	মাক্কী	২	৪০	১৭৩	৭৭০	তাসা-উল	” ”	
৭৯	৮১	নাযি'আত	মাক্কী	২	৪৬	১৭৯	৭৫৩		” ”	
৮০	২৪	'আবাসা	মাক্কী	১	৪২	১৩৩	৫২৩		” ”	
৮১	৭	তাক্‌ভীর	মাক্কী	১	২৯	১০৪	৫২৩		” ”	হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)থেকে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে ক্বিয়ামতের দিবস স্বচক্ষে দেখবে, সে যেন সূরা তাক্‌ভীর, ইন্‌ফিতার ও সূরা ইন্‌শিক্বাক তেলাওয়াত করে। (মুস্‌নাদে আহ্‌মাদ ৮/৫২৮ হা.৪৯৩৪)
৮২	৮২	ইনফিত্বার	মাক্কী	১	১৯	৮১	৩২৭		” ”	” ”
৮৩	৮৬	মুত্বাফ্‌ফিফীন	মাক্কী	১	৩৬	১৬৯	৭৩০	তাত্‌ফীফ	ওজন ও পরিমাপ পূর্ণরূপে করার নির্দেশ ,ইসলামী আক্বীদার বিবরণ, জান্নাতী ও জাহান্নামীদের আলোচনা।	
৮৪	৮৩	ইনশিক্বাক	মাক্কী	১	২৫	১০৯	৪৩০		তাওহীদ, আখেরাত ও রেসালাত সংক্রান্ত ইসলামী বিশুদ্ধ আক্বীদার বিবরণ।	হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে কিয়ামতের দিবস স্বচক্ষে দেখবে, সে যেন সূরা তাক্‌ভীর, ইন্‌ফিতার ও সূরা ইন্‌শিক্বাক তেলাওয়াত করে। (মুস্‌নাদে আহ্‌মাদ ৮/৫২৮ হা.৪৯৩৪)
৮৫	২৭	বুরুজ	মাক্কী	১	২২	১০৯	৪৩০		” ”	হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)থেকে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'ইশার নামাযে সূরা বুরুজ ও সূরা ত্বারিক তেলাওয়াত করতেন। (মুস্‌নাদে আহ্‌মাদ ১৪/৭৭ হা.৮৩৩২)
৮৬	৩৬	ত্বারেক্ব	মাক্কী	১	১৭	৬১	২৩৯		” ”	হযরত মু'আয (রা.) মাগরিবের নামাযে সূরা বাক্বারা ও নিসা পাঠ করেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

Install Islami Jindegi App

										সাল্লাম বললেন, হে মু'আয! তুমি কি ফেৎনা সৃষ্টি কারী! তোমার জন্য কি এটা যথেষ্ট নয়, যে তুমি সূরা ত্বারেক ও সূরা যুহা পাঠ করবে? (আস্‌সুনানুল্ কুব্‌রা লিন্নাসাঈ ১০/৩৩২ হা.১১৬০০)
৮৭	৮	আ'লা	মাক্কী	১	১৯	৭২	২৭১	সূরা সাব্‌বিহ	" "	হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিতিরের নামাযে সাব্‌বিহিসমা, কাফিরুন ও সূরা ইখ্‌লাস তেলাওয়াত করতেন। (মুস্‌নাদে আহ্‌মাদ হা.১৫৩৫৩)
৮৮	৬৮	গা-শিয়াহ	মাক্কী	১	২৬	৯২	৩৯১		" "	হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমু'আ ও 'ঈদের নামাযে সাব্‌বিহিস্‌মা ও সূরা গা-শিয়াহ তেলাওয়াত করতেন। (মুসান্নাফে ইব্‌নে আবী শাইবা ৭/৩১৯ হা.৩৬৪৭৩)
৮৯	১০	ফাজ্‌র	মাক্কী	১	৩০	১৩৭	৫৯৭		" "	হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, এক সাহাবী মু'আয (রা.) এর পিছে নামায পড়তে আরম্ভ করেন (কিরা'আত দীর্ঘ হওয়ায় তিনি তাঁর ইকতিদা ছেড়ে) মসজিদের এক কোণে একাকি নামায আদায় করেন। মু'আয (রা.) জানতে পেরে বললেন, সে মুনাফিক। এ সংবাদ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতে পেরে ঐ সাহাবীকে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি প্রতি উত্তরে বললেন: সে নামায দীর্ঘ করেছে বিধায় আমি একাকী নামায আদায় করেছি । হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মু'আজ (রা.) কে বললেন, তুমি কি ফেৎনা সৃষ্টি করবে হে মুআয! তুমি সাব্‌বিহিস্‌মা, ওয়াশ্ শাম্‌সি, ওয়াল্ ফাজ্‌রি, ওয়াল্ লায়লি কেন পড়না? (আস্‌সুনানুল্ কুব্‌রা লিন্নাসাঈ ১০/৩৩৫ হা.১১৬০৯)
৯০	৩৫	বালাদ্	মাক্কী	১	২০	৮২	৩৩১		ন্যায় ও অন্যায়ের পথ উন্মোচিত করার পর ন্যায়ের পথ গ্রহনের নির্দেশ, এবং ইসলামী বিশুদ্ধ আক্বীদার বিররণ।	"
৯১	২৬	শাম্‌স	মাক্কী	১	১৫	৫৪	২৪৬		অনেকগুলি কসমের মাধ্যমে নেক আমলের প্রতি উৎসাহ প্রদান ও গুনাহের প্রতি ভীতি প্রদর্শন।	"
৯২	৯	লাইল	মাক্কী	১	২১	৭১	৩১০		" "	" "
৯৩	১১	যুহা	মাক্কী	১	১১	৪০	১৭২		এতিমের প্রতি সদয় হওয়া, দরিদ্রদের সাথে ভালো ব্যবহার, সাহায্য প্রার্থীর সাথে রূঢ় আচরণ না করা এবং নেয়ামতকে অন্যের কাছে প্রকাশের	হযরত মু'আয (রা.) মাগরিবের নামাযে সূরা বাক্বারা ও নিসা পাঠ করলেন । নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে মু'আয! তুমি কি ফেৎনা সৃষ্টি

Install Islami Jindegi App

									আহবান।	করবে! তোমার জন্য কি এটা যথেষ্ট নয় যে তুমি সূরা ত্বারেক ও সূরা যুহা পাঠ করবে? (আস্‌সুনানুল্‌ কুব্‌রা লিন্নাসাঈ ১০/৩৩২ হা.১১৬০০)
৯৪	১২	আলাম নাশ্‌রাহ্‌	মাক্কী	১	৮	২৭	১০৩	ইন্‌শিরাহ্‌, শরাহ।	আল্লাহর ইবাদতে দৃঢ়পথ থাকার নির্দেশ।	
৯৫	২৮	ত্বীন	মাক্কী	১	৮	৩৪	১৫০		মানবজাতিকে সর্বশ্রেষ্ঠ অবয়বে সৃষ্টি করে তাকে সম্মান করার নির্দেশ, ঈমান এবং আমল ব্যতিত জাহান্নামের অগ্নি থেকে পরিত্রাণ না পাওয়ার ঘোষণা।	হযরত বারা ইবনে 'আযেব (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফরে দুই রাকা'আত নামাযের এক রাকা'আতে সূরা ত্বীন এত সুললিত কণ্ঠে ও সুন্দর ভাবে পাঠ করেছেন যে, আমি আর কাউকে এত সুন্দর ভাবে পড়তে শুনিনি। (বুখারী- হা.৭৫৪৬)
৯৬	১	'আলাক্ব	মাক্কী	১	১৯	৭২	২৮০	ইক্বরা, কলাম।	নামাযে বাধা প্রদানকারীর অশুভ পরিণতি এবং নামাযীকে তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করা এবং নিয়ামত লাভ করে কৃতজ্ঞ হওয়ার নির্দেশ।	
৯৭	২৫	ক্বদর	মাক্কী	১	৫	৩০	১১২		ক্বদরের রাত্রির মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের আলোচনা, এবং কুরআর অবতীর্ণ হওয়ার ইতিহাস।	
৯৮	১০০	বায়্যিনাহ্‌	মাদানী	১	৮	৯৪	৩৯৬	বারিয়্যাহ, কায়্যিমাহ।	তাওহীদ, আখেরাত ও রেসালাত সংক্রান্ত ইসলামী বিশুদ্ধ আক্বীদার বিবরণ।	হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উবাই ইবনে কা'ব (রা.) কে বললেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমি তোমাকে সূরা বায়্যিনাহ্‌ পাঠ করে শুনাই। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা আমার নাম নিয়ে বলেছেন! তিনি বললেন: হা, তখন তিনি আনন্দে কেঁদে ফেললেন। (বুখারী- হা.৩৮০৯)
৯৯	৯৩	যিল্‌যাল	মাদানী	১	৮	৩৫	১৪৯		" "	হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনৈক সাহাবীকে বললেন, তুমি কি বিবাহ করেছ? তিনি বললেন: না হে আল্লাহর রাসূল! এবং আমার নিকট কোন সম্পদও নেই, যা দ্বারা আমি বিবাহ করতে পারি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার কাছে কি কুলহু-আল্লাহ নেই?! তিনি বললেন: হা, তিনি বললেন: এটা কুরআনের এক চতুর্থাংশ। তোমার কাছে কি কুল-ইয়া-আয়্যুহাল-কাফিরুন নেই?! তিনি বললেন: হা, তিনি বললেন: এটা কুরআনের এক চতুর্থাংশ। তিনি বললেন: তোমার কাছে কি সূরা যিল্‌যাল্‌ নেই?! তিনি বললেন: হা, তিনি বললেন: এটা কুরআনের এক চতুর্থাংশ।

Install Islami Jindegi App

										(তিরমিযী ৫/১৬ হা.২৮৯৫)
১০০	১৪	'আদিয়াত	মাক্কী	১	১১	৪০	১৬৩		" "	
১০১	৩০	ক্বারি'আহ	মাক্কী	১	১১	৩৬	১৫২		" "	
১০২	১৬	তাকাছুর	মাক্কী	১	৮	২৮	১২০		" "	
১০৩	১৩	'আছর	মাক্কী	১	৩	১৪	৬৮		মানব জীবনের সংবিধান তথা ঈমান, নেক আমল, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধাজ্ঞা।	উবায়দুল্লাহ ইবনে হাফ্স থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দুজন সাহাবী একত্রিত হলে তাঁরা একে অপরকে সূরা 'আছর না শুনিয়ে বিদায় নিতেন না। (মু'জামুল আউসাত ৫/২১৫ হা.৫১২৪)
১০৪	৩২	হুমাযাহ্	মাক্কী	১	৯	৩৩	১৩৩		পরনিন্দা ও অন্যকে হেয়প্রতিপন্য করা এবং সম্পদ কুক্ষিগত করার নিষেধাজ্ঞা।	
১০৫	১৯	ফীল	মাক্কী	১	৫	২৩	৯৬		হস্তি বাহিনীর কাবাগৃহের উপর আক্রমণ ও তাদেরকে ক্ষুদ্র পাখির মাধ্যমে ধ্বংস করার আলোচনা।	
১০৬	২৯	কুরাইশ্	মাক্কী	১	৪	১৭	৭৩		মক্কাবাসির উপর আল্লাহর বিশেষ নিয়ামতের কথা স্বরণ করিয়ে তাঁর ইবাদতের নির্দেশ।	
১০৭	১৭	মা'ঊন	মাক্কী	১	৭	২৫	১২৫	সূরা দ্বীন	নামাযে গাফলতি ও লোক দেখানো এবং সামান্য জিনিস দিতে অসম্মতি জ্ঞাপনের নিষেধাজ্ঞা।	
১০৮	১৫	কাউছার	মাক্কী	১	৩	১০	৪২		একনিষ্ঠভাবে নামায কায়েম করা ও কুরবানী করার নির্দেশ।	
১০৯	১৮	কাফিরুন	মাক্কী	১	৬	২৬	৯৪	সূরা মুনাবাযা, ইখলাস, মুক্বাশক্বিশা।	কাফের মুশরিকদের সাথে সমঝোতার মাধ্যমে ইসলামকে ত্যাগ না করার নির্দেশ।	হযরত জিবিল্লা ইবনে হারেসা থেকে বর্ণিত যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যখন তুমি বিছানায় শয়ন করতে যাও তখন সূরা কাফিরুন পাঠ করো, কেননা তা শিরিক থেকে মুক্তি। (তবরানী২/২৮৭ হা.২১৯৫)
১১০	১১৪	নাছ্র	মাদানী	১	৩	১৯	৭৭	সূরা তাওদী'	রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ইস্তিগফার ও প্রশংসা করার নির্দেশ।	হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, এটি কুরআনের এক চতুর্থাংশ। (মুস্নাদে আহ্মাদ ১৯/৪৭২ হা.১২৪৮৮)
১১১	৬	লাহাব্	মাক্কী	১	৫	২৩	৭৭	সূরা মাসাদ, তাব্বাত, আবী লাহাব।	আবূ লাহাব, তার স্ত্রী শারিকার নবীর সাথে দুশমনির পরিনামের বর্ণনা।	
১১২	২২	ইখ্লাস	মাক্কী	১	৪	১৫	৪৭	সূরা তাওহীদ, তাফরীদ, তাজরীদ, নাজাত, ভিলায়া, মারেফা, আসাস।	ইসলামী আক্বীদার মূলনীতি তাওহীদের প্রমান ও খৃষ্টানদের তৃত্তবাদ আকীদার খন্ডন এবং আল্লাহ তা'আলার বিশেষ গুনাগুনের বর্ণনা।	হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় সাহাবাদের বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি এক রাতে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ পড়তে অক্ষম? এটা

Install Islami Jindegi App

										সাহাবাদের নিকট ভারি মনে হল এবং তাঁরা বললেন, আমাদের মধ্যে কে এর ক্ষমতা রাখে! তখন তিনি বললেন, সূরা ইখলাস কুরআনের এক তৃতীয়াংশ। (বুখারী- হা.৫০১৫)
১১৩	২০	ফালাক	মাক্কী	১	৫	২৩	৭৯	সূরা মুক্বাশ্‌ক্বিশা	হিংসুক, রাতের আঁধার ও সমস্ত মাখলুকের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় কামনা করার নির্দেশ।	হযরত 'উকবা ইবনে আমের (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, হে 'উকবা! আমি কি তোমাকে এমন দুটি সূরা শিখাব না! যা মানুষ যত সূরা পাঠ করে, তার মধ্যে সর্ব উত্তম? আমি বললাম, অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল! তখন তিনি আমাকে সূরা ফালাক্ব ও নাস শিখালেন। তারপর নামাযের ইক্বামত হলো, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অগ্রসর হলেন এবং এ দু'সূরা পাঠ করলেন। অত:পর আমার পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন এবং আমাকে বললেন, হে 'উকবা! কী বুঝলে?! যখন তুমি ঘুমাবে ও জাগ্রত হবে, তখন এ সূরাদ্বয় পাঠ করবে। (মুস্‌নাদে আহ্‌মাদ ২৮/৫২৮ হা.১৭২৯৬)
১১৪	২১	নাস	মাক্কী	১		২০	৭৯	সূরা মুক্বাশ্‌ক্বিশা	মানব ও জীনের ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর কাছে আশ্রয় কামনা করার নির্দেশ।	হযরত 'উকবা ইবনে 'আমের (রা.) বলেন, আমাকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক নামাযের পর সূরা ফালাক্ব ও নাস পড়ার নির্দেশ করেছেন। (মুস্‌নাদে আহ্‌মাদ ২৮/৬৩৩ হা.১৭৪১৭)

মোট সংখ্যা	
সূরার সংখ্যা	১১৪ টি
মাক্কী	৮৬ টি
মাদানী	২৮ টি
আয়াত সংখ্যা	৬২৩৬ টি
রুকু সংখ্যা	৫৫৮ টি
শব্দ সংখ্যা	৭৭৬১২ টি
হরফ সংখ্যা	৩২২৫৩৪ টি

Install Islami Jindegi App

বিঃ দ্রঃ- কুরআনের শব্দ ও হরফ গণনার ক্ষেত্রে বিজ্ঞ আলেমদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা রয়েছে। ফলে শব্দ ও হরফ সংখ্যা নিয়ে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। শুরুতে আমরা প্রসিদ্ধ মত উল্লেখ করেছি। পরিশেষে সূরা ভিত্তিক পরিসংখ্যান ইমাম আবু আমার আদ্ দানী রহ. (মৃত্যু: 888) এর প্রসিদ্ধ কিতাব "আল বায়ান" থেকে উল্লেখ করেছি।

তথ্য পুঞ্জি:

১. আল বয়ান ফী আদ্দী আয়িল কুরআন
২. ফুনুনুল আফ্নান ফী 'উয়ূওনি উলূমিল কুরআন
৩. আল বুরহান ফী উলূমিল কুরআন
৪. আল ইতক্বান ফী উলূমিল কুরআন
৫. তাফসীরে ইবনে কাছীর
৬. তাফসীরে কুরতুবী
৭. তাফসীরে মুনীর
৮. আল কুরআনুল কারীম (ইসলামিক ফাউন্ডেশন)
৯. বুখারী
১২. নাসাঈ
১৩. আবূ দাউদ
১৪. ইবনে মাজাহ
১৫. মুসনাদে আহমাদ
১৬. আল মু'জাম লিত্তবরানী

Install Islami Jindegi App